২৬-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস : ০৩-০৩-২০০০ মধুবন

" জন্মদিনের বিশেষ উপহার -- শুভ ভাব এবং প্রেম ভাবকে ইমার্জ করে ক্রোধ মহাশত্রুকে পরাজিত করো , বিজয়ী হও "

আজ বাপদাদা নিজের জন্মের সঙ্গী সাথীদের , তারই সঙ্গে সেবাধারী সাথীদের দেখে খুশী অনুভব করছেন। আজ তোমরা সকলেও বাপদাদার অলৌকিক জন্ম এবং জন্মের সঙ্গী সাথীদের জন্মদিন পালনের খুশী অনুভব করছ। কেন ? এমন অনুপম এবং অত্যন্ত প্রিয় অলৌকিক জন্ম আর কারো হতে পারেনা। *এমন কখনোই শোনোনি হয়তো যে একই দিনে পিতা পুত্রের জন্মদিন পালন হয়*। এমন অনুপম এবং প্রিয় অলৌকিক হীরে তুল্য জন্ম আজ তোমরা পালন করছ। তারই সাথে সবার এই অনুপম এবং প্রিয় স্থিতি স্মরণে রয়েছে যে *এই অলৌকিক জন্ম হল এমনই বিচিত্র যে স্বয়ং পিতা স্বরূপ ভগবান বাচ্চাদের জন্মদিন পালন করছেন*। পরমাত্মা বাচ্চাদের , শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জন্মদিন পালন করছেন। দুনিয়ায় কথার কথায় অনেকেই বলে যে আমাদের ভগবান জন্ম দিয়েছেন , পরম আত্মা জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু জানেনা , না - ই স্মরণে থাকে। তোমরা সবাই অনুভবী হয়ে বলো -- আমরা পরমাত্মা বংশী , ব্রহ্মা বংশী । পরমাত্মা আমাদের জন্মদিন পালন করেন। আমরা পরমাত্মার জন্মদিন পালন করি।

আজ সব দিক থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে কেন ? অভিনন্দন জানাতে এবং অভিনন্দন গ্রহণ করতে। তো বাপদাদা বিশেষ নিজের জন্ম সঙ্গীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সেবাধারী সাথীদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছেন । অভিনন্দনের সাথে পরম প্রেমের মুক্তো , হীরে জহরতের দ্বারা বর্ষা করছেন। প্রেমের মুক্তো দেখেছ তাইনা । প্রেমের মুক্তো কি জানো তো ? পুষ্প বর্ষা , স্বর্ণ বর্ষা তো সবাই করে , কিন্তু বাপদাদা তোমাদের সবার উপরে পরম প্রেম , অলৌকিক স্নেহের মুক্তো বর্ষা করছেন। এক গুণ নয় , আন্তরিক ভাবে পদম-পদম-পদম গুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা সকলেও হৃদয়ের সত্যতা সহ অভিনন্দন জানাচ্ছ , সেসব বাপদাদার কাছে পৌঁছচ্ছে । তো আজকের দিনটা হল জন্মদিন পালন দিবস এবং অভিনন্দিত করার দিবস। পালন করার সময়ে কি করো ? ব্যান্ড বাজাও । তো বাপদাদা সব বাচ্চাদের মনের খুশীর ব্যান্ড বলো , বাজনা বলো , গান সবই শুনছেন । ভক্তরা আহ্বান করে আর তোমরা বাচ্চারা বাবার স্নেহের সাগরে ডুবে থাকো। ডুব দিতে পারো কি ? এই ডুবে যাওয়া বা নিমজ্জিত হওয়াই হল সমান হওয়া।

বাপদাদা বাচ্চাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন না । বাচ্চারাও আলাদা হতে চায়না কিন্তু কখনও কখনও মায়ার খেলায় একটু অবহেলা করে ফেলে । বাপদাদা বলেন আমি তোমাদের ভরসা। কিন্তু বাচ্চারা তো চঞ্চল কিনা। মায়া চঞ্চল করে দেয় , আসলে তারা তা নয় , মায়া করে দেয়। তখন ভরসার হাত ছেড়ে দেয়। তবুও বাপদাদা সাহারা হয়ে কাছে টেনে নেন। বাপদাদা সব বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন যে প্রত্যেকে জীবনে কি চায় ? বিদেশিরা দুটি কথা খুব পছন্দ করে। ডবল বিদেশীদের প্রিয় (ফেবারিট) শব্দ দুটি কি ? (কম্প্যানিয়ান এবং কম্পানী) অর্থাৎ (সঙ্গী ও সঙ্গ) এই দুটি-ই পছন্দ । যদি পছন্দ, তবে একটি হাত তোলো। ভারতবাসীদের পছন্দ ? কম্প্যানিয়ান এবং কম্পানী দুই-ই জরুরী । কম্পানী ছাড়া থাকতে পারবেনা এবং কম্প্যানিয়ান ছাড়াও থাকতে পারবেনা । তো তোমরা সবাই কি প্রাপ্ত করেছ ? কম্প্যানিয়ান পেয়েছ ? বলো হাঁ-জী বা না-জী ? (আজ্ঞে হাঁ) কম্পানী পেয়েছ ? (হাঁ - জী, আজ্ঞে হ্যাঁ) এমন কম্পানী আর এমন কম্প্যানিয়ান

সম্পূর্ণ কল্পে পেয়েছ কি ? কল্প পূর্বে পেয়েছিলে ? এমন কম্প্যানিয়ান কখনও দূরে সরিয়ে দেয়না , যতই ভুল পথে চালিত হয়ে যায়, কিন্তু তবুও সাহারা রূপে বাবা পাশেই থাকেন। আর তোমার মনের সর্ব প্রাপ্তি গুলি সম্পন্ন করেন। কিছু অপ্রাপ্তি আছে কি ? সবাই মন থেকে বলছো নাকি মন রাখার জন্যে মর্যাদা রক্ষার জন্য হ্যাঁ বলছো ? গান তো গাও যে যা পাওয়ার ছিল তা পাওয়া হয়ে গেছে, নাকি কিছু বাকি আছে? প্রাপ্ত করেছ ? এখন পাওনা কিছুই নেই -- নাকি একটু একটু আশা আকাঙ্ক্ষা রয়ে গিয়েছে ? সব আশা পূর্ণ হয়েছে নাকি বাকি রয়েছে ? বাপদাদা বলেন বাকি আছে । (বাবাকে প্রত্যক্ষ করার আশা বাকি রয়েছে) এটা তো বাবার আশা যে সব বাচ্চারাই যেন জেনে যায় -- বাবা এসেছেন। কেউ যদি রয়ে যায় ! ..... তো বাপদাদার বিশেষ আশা হল সবাই জানুক যে আমাদের চিরকালের পিতা এসেছেন। কিন্তু বাচ্চাদের হদের অন্য সব আশা পূর্ণ হয়ে গেছে, প্রেমের আশা রয়েছে । প্রত্যেকে চায় -- স্টেজে আসবে , তোমাদের এই আশা আছে কি ? (এখন তো বাবা স্বয়ং সবার কাছে আসেন) এই আশাটিও পূর্ণ হয়েছে তো ? প্রত্যেকে সন্তুষ্ট আত্মা। অভিনন্দন, কারণ সব বাচ্চারাই হল বোঝদার । বোঝে যে যেমন সময় তেমন স্বরূপে পরিণত হতেই হবে। তাই বাপদাদাও ড্রামার বন্ধনে আছেন কিনা ! তো সব বাচ্চারাই হল সময় অনুযায়ী সন্তুষ্ট আর সদা সন্তুষ্টমণি স্বরূপে জ্বলজ্বল করছে । কেন ? তোমরা নিজেরাই যে বলো - যা পাওয়ার ছিল তা পাওয়া হয়ে গিয়েছে । এইসব ব্রহ্মাবাবার আদি অনুভবের বোল। তো যে বক্তব্যটি ব্রহ্মাবাবার , সকল ব্রাহ্মণেরও সেই একই। তো বাপদাদা সব বাচ্চাদের এই রিভাইস করাচ্ছেন যে সর্বদা বাবার কম্পানীতে থাকো। বাবা সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করাচ্ছেন । বলেও থাকো যে বাবা হলেন সর্ব সম্বন্ধী । যখন তিনিই হলেন সর্ব সম্বন্ধী তো যেমন সময় তেমন সম্বন্ধকে কাজে কেন লাগাওনা ! আর এই সর্ব সম্বন্ধের সময় প্রতি সময় অনুভব করতে থাকো তো কম্প্যানিয়ানও থাকবে , কম্পানীও থাকবে। আর কোনো সাথীদের দিকে মন ও বুদ্ধি যেতেই পারবেনা । বাপদাদা অফার করছেন -- *যখন সর্ব সম্বন্ধ অফার করছেন তখন সর্ব সম্বন্ধের সুখ নাও । সম্বন্ধকে কাজে লাগাও* । বাপদাদা যখন দেখেন - কোনো কোনো বাচ্চা কখনও কখনও নিজেকে একাকী বা একটু নীরস অনুভব করে তখন বাপদাদার দয়া হয় যে এমন শ্রেষ্ঠ সঙ্গ থাকা সত্ত্বেও , সেই সঙ্গ দ্বারা কার্য উদ্ধার কেন করেনা ? তাহলে কেন বলে ? হোয়াই-হোয়াই (why-why) অর্থাৎ কেন - কেন , বাপদাদা বলেন হোয়াই বোলোনা , এই শব্দটি এল মানেই নিগেটিভ আছে আর পজিটিভ শব্দ হল ফ্লাই (fly) অর্থাৎ ওড়া , তাহলে হোয়াই-হোয়াই কখনও বলবেনা বরং ফ্লাই মনে রাখো। বাবাকে সঙ্গী করে ফ্লাই করো তবে মজা অনুভব হবে। সেই সঙ্গ আর সঙ্গী (company and companion) দুই রূপের সাহায্যে সারাদিন কাজ সফল করো। এমন সঙ্গী আবার পাওয়া যাবে কি ? বাপদাদা এতদূর পর্যন্ত বলেন যে -- যদি তোমার বুদ্ধি বা শরীর দুই-ই ক্লান্ত হয় তো এই সঙ্গী তোমার উভয় প্রকারেই মালিশ করতে রাজি । আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার জন্যেও এভাররেডি । তাহলে হদের অর্থাৎ দৈহিক আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন থাকবেনা । এমনভাবে ব্যবহার করতে পারো কি বা বুঝতে পারো যে সবচেয়ে বড় হলেন বাবা , টিচার , সদ্গুরু .... ? বরং সর্ব সম্বন্ধ রয়েছে । বুঝলে - ডবল বিদেশীরা ?

আচ্ছা - সবাই বার্থ ডে পালন করতে এসেছ তো তাইনা ! পালন করবে তাইনা ! আচ্ছা যখন বার্থ ডে সেলিব্রেট করো তখন যার বার্থ ডে তাকে গিফ্ট দাও, নাকি দাও না ? (দাও) তো আজ সবাই বাবার বার্থ ডে সেলিব্রেট করতে এসেছ । নাম তো হল শিবরাত্রি , তো বিশেষ করে বাবার জন্মদিন পালনে এসেছ । পালন করতে এসেছ তাইনা ? তো আজ বার্থ ডে গিফ্ট কি দিয়েছ ? নাকি

শুধুই মোমবাতি জ্বালাবে , কেক কাটবে .... এইটুকুই পালন করবে ? আজ কি গিফ্ট দিয়েছ ? অথবা কালকে দেবে ? সে ছোট দাও , আর বড় দাও , কিন্তু গিফ্ট তো দাও কিনা ! তো কি দিয়েছ ? ভাবছো ? আচ্ছা দেবে কি ? দেওয়ার জন্যে তৈরী আছো তো ? যে গিফ্ট বাপদাদা বলবেন সেইটি দেবে বা তোমরা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী দেবে ? কি করবে ? যে গিফ্ট বাপদাদা বলবেন সেইটি দেবে বা তোমরা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী দেবে ?(যে গিফ্ট বাপদাদা বলবেন সেইটি দেব) ভেবে দেখো। একটু সাহস রাখতে হবে। সাহস আছে ? মধুবন বাকীরা ? সাহস আছে ? ডবল বিদেশিরা ? সাহস আছে ? হাত তো ভালই তুলেছে । আচ্ছা - শক্তিরা ? পাণ্ডবরা ? সাহস আছে ? ভারতবাসীরা ? সাহস আছে ? খুব ভাল। এইটাই বাবার জন্মদিনের অভিনন্দন । আচ্ছা - বাবা শোনাবেন ? এইরকম বলবেনা তো যে এইটা তো ভাবতে হবে ? বে - বে করবেনা কিন্তু । একটি কথা বাপদাদা মেজরিটিতে দেখছেন। মাইনরিটি নয়, মেজরিটি । কি দেখলেন ? যখন কোনো পরিস্থিতি এসে পড়ে তখন মেজরিটিতে এক , দুই , তিন নম্বর ক্রোধের অংশ না চাইতেও ইমার্জ হয়ে যায়। কেউ মহান ক্রোধের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে , কেউ উত্তেজিত হয়ে পড়ে , কেউ আবার তৃতীয় নম্বর, অর্থাৎ বিরক্ত বোধ করে । বিরক্ত হওয়া বোঝো ? সেইটিও ক্রোধেরই অংশ , হালকা রূপে। তৃতীয় নম্বর অংশটি হল হালকা । প্রথমটি জোরদার , দ্বিতীয়টি হল একটু কম। এখন ভাষা তো সবারই রয়্যাল হয়ে গেছে । তো রয়্যাল রূপে কি বলা হয় ? কথাটাই এমন ছিল , উত্তেজিত হতেই হবে। তাই আজ বাপদাদা সবার কাছে এই গিফ্ট চাইছেন যে ক্রোধ ত্যাগ করো কিন্তু ক্রোধের অংশ-টুকুও যেন না থাকে। কেন ? ক্রোধ করলে ডিসসার্ভিস হয়। কারণ ক্রোধ ক্রিয়েট হয় দুজনের মধ্যে । একা একা হয়না দুজনের মধ্যে হয়, তাই দেখতেও পাওয়া যায় । তা সে মন্সাতেই হোক না কেন, কারোর জন্যে ঘৃণা ভাবের অংশ থাকলে মনের মধ্যে সেই আত্মার প্রতি বিরক্ত ভাব নিশ্চয়ই আসে। তো বাপদাদা এই ডিসসার্ভিসের কারণ পছন্দ করেননা । তো ক্রোধের ভাব অল্প মাত্রাতেও যেন উৎপন্ন না হয়। যেমন ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ অ্যাটেনশান দাও , তেমনই কাম মহাশত্রু , ক্রোধ মহাশত্রু গায়ন আছে। শুভ ভাব , প্রেম ভাব ইমার্জ হয়না। তারপর সেটা মুড অফ করে দেবে। সেই আত্মাকে পরিহার করবে। সামনে আসবেনা , কথা বলবেনা । তার কথাগুলো নাকচ করবে । এগোতে দেবেনা । এইসব তখন বাইরের লোকেরাও জানতে পেরে যায়। যদিও বলা হয় , আজ শরীর অসুস্থ , আর কিছু নয়। তো জন্মদিনে এই গিফ্ট দিতে পারবে ? যারা ভাবছে চেষ্টা করবে , তারা হাত তোলো। উপহার দেবে ভাবছে , চেষ্টা করবে তারা হাত তোলো । মনের স্বচ্ছতা থাকলে সাহেবও রাজি থাকেন। (অনেক ভাই-বোনেরা উঠে দাঁড়িয়েছে) আস্তে আস্তে উঠছে। সত্য বলার জন্যে অভিনন্দন । আচ্ছা যারা বলেছে চেষ্টা করবে , ঠিক আছে চেষ্টা করো কিন্তু সেই চেষ্টা করতে কতদিন সময় চাই ? একমাস , ছয় মাস , কত চাই ? পরিত্যাগ করবে নাকি সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই? যারা বলেছে চেষ্টা করবে তারা আবার উঠে দাঁড়াও । যারা ভাবছে আমরা দুই-তিন মাসের মধ্যে চেষ্টা করে ত্যাগ করব তারা বসো। আর যারা ভাবছে ছয় মাস লাগবে , ছয় মাস লাগলে সময় নাও তবুও কম কোরো , এই কথাটি ছেড়ে দিও না কারণ এইটি খুবই জরুরী । এইরকমই ডিসসার্ভিস দেখা যায়। মুখে কথা নেই তবুও চেহারা বলে দেয়। তাই যারা সাহস করেছ তাদের উপরে বাপদাদা জ্ঞান , প্রেম , সুখ , শান্তির বর্ষা করছেন। আচ্ছা ।

বাপদাদা রিটার্ন গিফ্ট রূপে এই বিশেষ বরদান সবাইকে দিচ্ছেন - যখনই ভুল করে বা না চাইলেও ক্রোধ চলে এলে, তখন মনে মনে বলো --" মিষ্টি বাবা" , তাহলেই বাবার একস্ট্রা সাহায্য সাহসী আত্মারা অবশ্যই প্রাপ্ত করবে। মিষ্টি বাবা বলো , শুধু বাবা বোলোনা। "মিষ্টি বাবা"। তাহলেই

সাহায্য লাভ করবে। নিশ্চয়ই লাভ করবে। কেননা লক্ষ্য ঠিক রেখেছ যে । তো লক্ষ্য থেকেই লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়। মধুবনবাসীরা হাত তোলো। আচ্ছা - করতেই হবে তাইনা ! (হাঁ জি, আজ্ঞে) অভিনন্দন । খুব ভাল কথা। আজ বিশেষভাবে মধুবনবাসীদের টোলী (প্রসাদী মিষ্টি) দেওয়া হবে। তারা খুব পরিশ্রম করে। ক্রোধের জন্যে নয় , পরিশ্রমের জন্যে দেওয়া হয় । সবাই ভাববে হাত তুলেছে , তাই টোলী দেওয়া হচ্ছে । খুব পরিশ্রম করে। সবাইকে সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করা , এটাই তো হল মধুবনের উদাহরণ । তাই আজ সবার মুখ মিষ্টি করানো হবে। তোমরা সবাই এদের মুখ-মিষ্টি দেখে মুখ মিষ্টি করে নিও, খুশী হবে তো তাইনা । এইরকম করাটাও ব্রাহ্মণ পরিবারের কালচার । আজকাল তোমরা কালচার অফ পীস অর্থাৎ শান্তির সংস্কৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রোগ্রাম তৈরী করছ কিনা। তো এওতো ফার্স্ট নম্বরের কালচার --"*ব্রাহ্মণ* *কুলের* *সভ্যতা* " । বাপদাদা দেখেন , এই দাদি যখন উপহার দেন তাতে একটি পাটের থলি বিশেষ ব্যবহৃত হয় যাতে লেখা থাকে - " কম বলো , আস্তে বলো , মিষ্টি বলো " । তো আজ বাপদাদা এই উপহার দিচ্ছেন , পাটের থলি নয় , বরদান স্বরূপ এই শব্দটি দিচ্ছেন । প্রত্যেক ব্রাহ্মণের চেহারা এবং চলন দ্বারা ব্রাহ্মণ কালচার যেন প্রত্যক্ষ হয়। প্রোগ্রাম তো করবে , ভাষণও তৈরী করবে কিন্তু সর্বপ্রথম স্ব-স্বরূপে এই সভ্যতার উপস্থিতি আবশ্যক । প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ হাসির ছোঁয়া দিয়ে যেন প্রত্যেকের সম্পর্কে আসে। কারো সঙ্গে একরকম , কারো সঙ্গে অন্যরকম , এমন নয়। *কাউকে দেখে নিজের কালচার ভুলোনা* । অতীতের কথাকে ভুলে যাও। নতুন সংস্কার সভ্যতার জীবনে দেখাও। এখন দেখাতে হবে , ঠিক আছে তো ! (সবাই বলল হাঁ-জি)

এটা খুব ভাল। ডবল ফরেনার্স মেজরিটিতে হাঁ-জি বলতে এক্সপার্ট ।
ভাল কথা - ভারতবাসীদের তো মর্যাদা - ই হল - " হাঁ-জি করা " । শুধুমাত্র মায়াকে না-জি করো , ব্যস্ আর আত্মাদেরকে হাঁ-জি , হাঁ-জি করো । মায়াকে না-জি , না-জি করো। আচ্ছা । সবাই জন্মদিন পালন করেছ ? পালন করলে , উপহার নিয়েছ , উপহার দিয়েছ । আচ্ছা ।

চারিদিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মারা , সর্বদা বাবার সঙ্গে সঙ্গী আত্মারা , বাবাকে কম্প্যানিয়ান করেছে এমন স্নেহী আত্মারা , সর্বদা বাবার গুণের সাগরে নিমজ্জিত বাপদাদার সমকক্ষ শ্রেষ্ঠ আত্মারা , সর্বদা সেকেন্ডে বিন্দু লাগায় এমন মাস্টার সিন্ধু স্বরূপ আত্মারা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং অনেক অনেক অভিনন্দন , অভিনন্দন , অভিনন্দন গ্রহণ করো। নমস্কার তো বাপদাদা প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি বাচ্চাকে বলেন , তাই আজকেও নমস্কার ।

বরদান :- প্রকাশ দ্বারা বিশ্বকে অন্ধকার দূর কারী মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব।

ব্যাখ্যা :- মাস্টার জ্ঞান সূর্য সে-ই হয় যে বিশ্বের অন্ধকার মিটিয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে। সে স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ , লাইট-মাইট স্বরূপ হয় এবং অন্যদেরও লাইট-মাইট প্রদান করে। যেখানে সর্বদা রয় প্রকাশ সেখানে অন্ধকার হওয়ার প্রশ্নই নেই , অন্ধকার হতেই পারেনা। যে বিশ্বকে প্রকাশিত করে দেয় সে স্বয়ং অন্ধকারে থাকতে পারেনা। সম্পূর্ণ পবিত্রতার অর্থ হল প্রকাশময় অবস্থা । তাদের কাছে অন্ধকার অর্থাৎ বিকারের অংশ মাত্র থাকেনা ।

শ্লোগান : স্বভাব , সংস্কার , সম্বন্ধ-সম্পর্কে লাইট থাকা মানেই মিশুকে হওয়া।